বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শ্রমিক কল্যাণ বার্তা

৩১ মার্চ ২০০৬ ইং, ১৭ই চৈত্র ১৪১২ বাংলা, ১ রবিঃ আউঃ ১৪২৭ হিজরী

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেমিনারে শিল্পমন্ত্রী

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে "শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নীতিকৌশল" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন যথাক্রমে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নান, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি ড: এম, উমার আলী, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী আমীর রফিকুল ইসলাম খান, ডাঃ শাহ মোহাম্মদ বুলবুল ইসলাম, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ

জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, ভারী শিল্প অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ খাত যতটা গুরুত্ব পাবে দেশব্যাপী শিল্পের সম্প্রসারণ ততটা বাস্তবসম্মত হবে। জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, দারিদ্র বিমোচন হবে, তেমনি শ্রমজীবী মানুষের অধিকারও আদায় হবে। তিনি উল্লেখ করেন, শ্রমজীবী মানুষ দেশের উন্নয়ন উৎপাদনের সাথে জড়িত। সর্বস্তরের মানুষ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে "শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নীতিকৌশল" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান ও মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি ড: এম, উমার আলী।

সেমিনারে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী আমীর রফিকুল ইসলাম খান, ডাঃ শাহ মোহাম্মদ বুলবুল ইসলাম *(২য় পৃষ্ঠায় দ্রঃ)*

আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

মুসলমানেরা যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য দুনিয়াব্যাপী ষড়যন্ত্র চলছে

টি এন্ড টি আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল এবং মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

বাংলাদেশ টিএন্ডটি শ্রমিক কর্মচারী আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এক মতবিনিময় সভা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের সাথে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহসভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোহাম্মদ উল্যাহ, ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারী মাওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরী, কেন্দ্রীয় আইন আদালত সম্পাদক এডভোকেট এস.এম আবদুল হাই, প্রচার সম্পাদক মির্জা মিজানুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল হাসেম এবং বাংলাদেশ টিএন্ডটি আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়নের সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। মতবিনিময় সভায় টিএন্ডটিতে বিরাজমান পরিস্থিতি তুলে ধরে স্মারকলিপি পেশ করেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মাহির উদ্দিন। *(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রঃ)*

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ত্রৈমাসিক বুলেটিন শ্রমিক কল্যাণ বার্তা প্রকাশ করছে এমন এক সময় যখন দেশে এস এস সি পরীক্ষা চলছে, অন্যদিকে চলছে বিদ্যুতের মারাত্মক লোডশেডিং। জেএমবি'র শীর্ষ নেতাদের টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেলে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি এখন চলছে প্রাপ্ত তথ্যের যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা।

সিইসিকে অকার্যকর করার লক্ষ্যে সাঁড়াশী আক্রমণ চলছে। সংস্কার দাবী না মানলে কোন ধরনের নির্বাচন হতে দিবে না বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে। এ ধরনের কার্যকলাপ রাষ্ট্র ও জাতির জন্য কল্যাণকর মনে হচ্ছে না। আজ শ্রমজীবি মানুষের দাবী সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরকে পে- কমিশনের আওতায় নিয়ে আসা। এতে শ্রমিকগণ তাদের অধিকার আদায়ের সুযোগ পাবে। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমানদের ক্ষতি অমুসলিমরা তেমন করতে পারেনি যেমনটি করেছে ইসলামের নামে পরিচিত মুসলমান নামধারীরা। কুরআন হাদীসের জ্ঞানের অভাবে লোকজন বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

পরিবহন সেক্টরে শ্রমিকদের নেই কোন নিয়োগপত্র, নেই কোন চাকুরী বিধি। গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে নেই কোন জীবনের নিরাপত্তা। ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে বাহির থেকে তালা দিয়ে রাখা হয়। এর চেয়ে অমানবিক আচরণ আর কি হতে পারে? বিদ্যুৎ, সারকারখানা, চিনিকল ইত্যাদিতে চলছে দুর্নীতি। প্রশাসন ও সিবিএ'র দৌরাত্ম। ফলে শ্রমিক সমাজ সর্বত্রই নির্যাতীত হচ্ছে। আজকের বাংলাদেশে, প্রচলিত শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের দাবী আদায়ে সোচ্চার হতে পারছে না। সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন আনলেও সাধারণ শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি। সৎ ও আদর্শবান শ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত শ্রমিকগণ এ নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পারবেনা।

পরিশেষে আমরা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সরকারের যে সব ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং পত্র-পত্রিকা অব্যাহতভাবে ইসলাম ও দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্যবস্থা নেয়ার দাবী করছি। অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষের দাবী ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেসরকারী শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন গঠন ও বাস্তবায়নের দাবী জানাচ্ছি।

ইসলামিক এইড বাংলাদেশ জাকাতুল ফিতরা প্রোগ্রামে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান লুঙ্গি ও শাঁড়ী দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করছেন।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায় হবে

১ম পাতার পর

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রাষ্ট্রীয় নীতিকৌশল শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম।

শিল্পমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, ৭২ সালে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কনসেপ্টের ভিত্তিতে দেশের ভারী ও মাঝারি শিল্প পাইকারীভাবে জাতীয়করণ করা হয়েছে। এদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব পড়েছে উপস্থাপিত প্রবন্ধে তার বিশ্লেষণ রয়েছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয়করণের পর বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে। আস্তে আস্তে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। তবে এখনো রাষ্ট্রীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখন একটি মিশ্র অবস্থা বিরাজ করছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে জাতীয়করণের অভিজ্ঞতা যেমন সুখকর নয়, তেমনি মিশ্র অবস্থার ফলাফলও সুখকর নয়। এ দু'টি তিক্ত অবস্থার বাইরে নতুন ব্যবস্থা উপহার দিতে পারলে একটি নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হবে।

আমীরে জামায়াত বলেন, সর্বস্তরে নীতি-নৈতিকতার প্রতিফলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এর বাস্তবায়ন সহজ সাধ্য নয়। তিনি বলেন, সম্পদের মালিকানার ব্যাপারে ইসলামী ধারণা গ্রহণ করতে হবে। সম্পদের মালিক রাষ্ট্রও নয়, ব্যক্তিও নয় মূল মালিকানা আল্লাহর। এ সম্পদ মানুষের কাছে আমানত স্বরূপ। জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমান বিশ্বের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন বেশী শুনা যায়। একমাত্র ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন ছাড়া এ ৩টির শতভাগ সুফল আশা করা যাবে না। তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অর্থ ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, অগ্রাধিকার নির্ণয়ে পক্ষপাতমুক্ত হতে হবে। এটা দেশের বাস্তব উন্নয়নের জন্য দরকার। তিনি বলেন, অপচয়, লুট ও আত্মসাৎ বন্ধ হলে আল্লাহ আমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার জন্য তাই যথেষ্ট ছিল।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবাই কথা বলে। যারা আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তারাও একই কথা বলে। যারা যতবেশী দুর্নীতিবাজ তারা ততবেশী দক্ষতার সাথে দুর্নীতি ঢাকার চেষ্টা করে। তিনি উল্লেখ করেন, এখানেও ইসলামী নীতি নৈতিকতা দরকার। তিনি বলেন, ইসলামী নীতি নৈতিকতা মানুষকে স্বতস্ফূর্তভাবে আইন মানতে ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ শাহ আবদুল হান্নান বলেন, আমাদের দেশের মালিকরা শ্রমিকদের দুঃখ বুঝতে চায় না। শ্রমিকদের অধিকারের প্রশ্নে তারা বলে তাদের প্রতিষ্ঠানে লাভ হচ্ছে না। অথচ দেখা যায় তাদের বাড়ী গাড়ী ঠিকই হচ্ছে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, শ্রমিকদের চাকুরীর নিরাপত্তা নেই, মজুরী কমিশন এখনো গঠিত হয়নি। অসহায় শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে, ততই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দাবী দিবসে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল র‍্যালিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং মহানগরীর নেতা জনাব রফিকুল ইসলাম খান।

মুসলমানেরা যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য দুনিয়াব্যাপী ষড়যন্ত্র চলছে

১ম পাতার পর

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়ন অন্যান্য সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নের মত সংগঠন নয়। তিনি বলেন, আপনারা নাগরিক ও মুসলমান হিসেবেও সচেতন আছেন বিধায় আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। টিএন্ডটির সাথে জড়িত থাকায় বিশ্বের সাথেও আপনারা জড়িত রয়েছেন। বর্তমানে মুসলমানরা যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য দুনিয়াব্যাপী ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। সমস্যা যেখান থেকে আসুক সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি টিএন্ডটি নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়কালে বলেন, আপনাদের ন্যায্য দাবীর ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা যা করা দরকার তার চেষ্টা করা হবে। কারো উপর যেন অন্যায় এবং জুলুম না হয় সেদিকে সকলকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ইতিপূর্বে ব্যবসা ছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের ভাগ্যের পরিবর্তন হলেও সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই সিস্টেম বন্ধ হওয়া উচিত। মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশ সেক্টর প্রাইভেট সেক্টর বিধায় তাদের পক্ষে এত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। অতএব প্রাইভেট সেক্টরকে ছোট করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের লোকদের নির্ভরশীলতার মানসিকতা রয়েছে। অথচ টেক্স দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয়নি। তিনি বলেন, উন্নয়ন করতে হলে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা যারা ইসলামের কথা বলি তারা সাধারণ লোকদের মধ্যে সঠিকভাবে তা পেশ করতে পারি না। তিনি বলেন, বড় বড় কথা না বলে প্রকৃত কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সভাপতির বক্তব্যে বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন করে অতীতে তেমন কোন কল্যাণ শ্রমিকদের হয়েছে এমন ইতিহাস কম। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছেন। এসব নেতারা সমস্যা জিইয়ে রেখে সুবিধা লাভ করতেন। জনাব মুজিব বলেন, জাতীয়করণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণ উভয়ই ঢালাওভাবে করা জাতির জন্য ক্ষতিকর। টিএন্ডটির মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের হাতে রাখা দরকার। লোকসানের কারণে শ্রমিকরা চাকরি হারাচ্ছে, কিন্তু যাদের দুর্নীতির কারণে শিল্প কারখানা বন্ধ হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। তিনি বলেন, টিএন্ডটিকে পরিকল্পিতভাবে চালাতে পারলে রাষ্ট্র লাভবান হবে। তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকলকে এগিয়ে আসান আহ্বান জানান।

ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, টিএন্ডটি'র সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কাজ হচ্ছে অসহায় বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো।

ইফা সিবিএ নির্বাচনে শ্রমিক কল্যাণ সমর্থিত ওবায়েদ-নজরুল পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে নির্বাচিত

ইসলামী ফাউন্ডেশন শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন সিবিএ নির্বাচনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সমর্থিত ওবায়েদ-নজরুল পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছে। নয়া কর্মকর্তারা হলেন- সভাপতি মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, সহ-সভাপতি মোঃ আঃ বারেক মল্লিক ও ডা: মাহবুবুল আলম, সাধারণ সম্পাদক কাজী মোঃ নজরুল ইসলাম এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু আইয়ুব আনছারী ও ফরিদ আহমদ। এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান খান, প্রচার সম্পাদক মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার, দফতর সম্পাদক মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ আমীর হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক ডা: আবু বকর সিদ্দিক, কোষাধ্যক্ষ মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার এবং সদস্য যথাক্রমে মোঃ শহীদুল ইসলাম ও মোঃ নিজাম উদ্দিন।

রাজধানীর ফিনিক্স কোম্পানীর ভবন ধসে শ্রমিক হতাহতের ঘটনায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দাবি

তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ফিনিক্স গ্রুপ অব কোম্পানিজের নির্মাণাধীন ৭তলা হাসপাতাল ভবন ধ্বসে পড়ে ১৬ জন শ্রমিক নিহত হওয়ায় এবং বহু সংখ্যক শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গভীর শোক প্রকাশ করেছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, সহ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি, কবির আহমদ মজুমদার এবং মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। তারা দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য ভবন মালিকদের নিকট দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ নিহত শ্রমিকদের রুহের মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করেন এবং তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবার ও আহতদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ভবনটি ধসে পড়ার ঘটনার খবর শুনেই শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক মুহাম্মদ আবদুল লতিফ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন।

খুলনা-যশোর অঞ্চলে রাষ্ট্রায়াত্ব ৮টি জুট মিলের সকল সমস্যা সমাধানের দাবীতে জাতীয় প্রেসক্লাব ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, পাশে সহ-সভাপতি অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার এমপি এবং সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রয়েছেন

দাবী দিবসের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান জনাব মাওলানা আব্দুস সোবহান এমপি

বোমা হামলার বিরুদ্ধে আইন পাস করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন

- শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন, বোমা হামলা করে নিরীহ নিরপরাধ সাধারণ মানুষ হত্যা অথবা ভীতি প্রদর্শন করা একটি জঘন্য অপরাধ। যারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় এবং বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ধ্বংস করার জন্য অপপ্রচার চালায় তারা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার দুষমন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী শুধুমাত্র নিজের ও দলীয় স্বার্থে সরকারের উদাত্ত আহ্বান সত্ত্বেও প্রকৃত বোমা হামলাকারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে ইসলাম এবং মৌলবাদের নামে ইসলামী দল ও আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম কখনো বোমা হামলার মত ঘৃণ্য কাজকে সমর্থন দেয় না বরং এ ধরনের কাজকে অপরাধমূলক কাজ মনে করে। ইসলামে এ ধরনের কাজ কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারা বলেন, এ দেশের আলেম সমাজ এবং সাধারণ মানুষ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারী কারা তা ভালভাবে জানে। নেতৃবৃন্দ বলেন, কারা এদেশকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় জনগণ তাদের ভালভাবে চেনে। এদেশের শ্রমিক ও তৌহিদী জনতা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং ইসলামের বিরুদ্ধে এদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র জীবন দিয়ে হলেও রুখে দেবে। নেতৃবৃন্দ বোমা হামলার বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে আইন পাস করে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংসদ সদস্যদের ও সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থা চালু করে বিদ্যুতের অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে

- অধ্যাপক মুজিব

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন ১৫০৫-এর নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বলেন, মোবাইল টেলিফোনের মত প্রি-পেইড মিটারিং ব্যবস্থা চালু হলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বিরাজিত বিদ্যুৎ অপচয় এবং দুর্নীতি বন্ধ হবে। তিনি বলেন, হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আল্লাহর আইন আর সৎ লোকের নেতৃত্ব ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা চালু করা সম্ভব নয়। সকল ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে সৎ নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে হবে।

অন্যান্যের মধ্যে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি শহিদুল ইসলাম মোল্লা, সহ সভাপতি আবদুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান এবং এডভোকেট এস. এম. আব্দুল হাই উপস্থিত ছিলেন।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা জেলা (উত্তর) কমিটি গঠিত

সম্প্রতি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা জেলা (উত্তর) শাখার উদ্যোগে সাভারে এক শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মোঃ সাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা জেলা উত্তরের আমীর মাওলানা আমীর হোসাইন, ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ, সাভার পৌরসভা শ্রমিক নেতা এডভোকেট শহীদুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে মোঃ সাদুল্লাহকে সভাপতি এবং মোঃ আফজাল হোসাইনকে সেক্রেটারী করে ১৬ সদস্যের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা জেলা (উত্তর) শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

মাস্টার শফিক উল্লাহর দোয়ার মাহফিলে মকবুল আহমদ ও কাদের মোল্লা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাস্টার শফিক উল্লাহর ইন্তিকালে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়ার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লা, ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ প্রমুখ।

মকবুল আহমদ বলেন, মরহুম মাস্টার শফিকুল্লাহ ইসলামী আন্দোলনকেই জীবনের এক নম্বর কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তাকে যে যোগ্যতা দিয়েছেন তিনি তা পুরোপুরি ইসলামী আন্দোলনের কাজে লাগিয়েছিলেন। সুদিন ও দুর্দিন উভয় অবস্থায় তিনি অসীম সাহসের অধিকারী ছিলেন।

আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, ইসলামী আন্দোলনের চরম ক্রান্তিলগ্নে মরহুম মাস্টার শফিকুল্লাহ দৃঢ়তার সাথে হাল ধরেছিলেন।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, অসহায় শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে মরহুম মাস্টার শফিকুল্লাহ তার সারা জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন। বাংলাদেশের শ্রমিক সমাজ এবং ইসলামী আন্দোলন তার কাছে চিরঋনী হয়ে থাকবে। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে তার নেক আমলসমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দেয়ার জন্য প্রার্থনা করেন।

মরহুম মাস্টার শফিক উল্লাহ সাহেবের দোয়ার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমদ

নারায়ণগঞ্জ জিলা দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আমিনুল ইসলাম, ডাঃ এ এইচ এম আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের এমপি, জিলা আমীর জনাব মাওলানা মঈনউদ্দিন।

সিলেট বিভাগীয় কমিটির সভায় আমিনুল ইসলাম

আল্লাহর নিকট শ্রমজীবী মানুষের ঘাম পবিত্র

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় জেনারেল সেক্রেটারী মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেছেন, এদেশের লাখ লাখ শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বশীলদেরকে আরও বলিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের গায়ের ঘাম পবিত্র এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়। তাই তাদেরকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। তিনি বলেন, এদেশের শ্রমিক অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলনের কাজ যত দ্রুত অগ্রসর হবে ততই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত হবে। কারণ শ্রমিকরাই দেশের উন্নয়নের চালিকা শক্তি।

জনাব আমিনুল ইসলাম সম্প্রতি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট বিভাগীয় কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। বিভাগীয় সভাপতি হাফিজ আব্দুল হাই হারুনের সভাপতিত্বে নগরীর হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেটস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগর সভাপতি মোঃ জয়নাল আবেদীন।

বক্তব্য রাখেন সিলেট বিভাগীয় কমিটির সহ-সভাপতি মাওলানা আহমদ হোসাইন, বিভাগীয় সহ-সভাপতি ও মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি মোঃ সাইদুল ইসলাম, বিভাগীয় সহকারী সেক্রেটারী নূরুন্নবী উজ্জ্বল ও সাইফুল্লাহ আল হোসাইন, বিভাগীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী সিবিএ সেক্রেটারী আবু মোহাম্মদ সেলিম, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা সিবিএ সহ-সভাপতি আহসান হাবিব চৌধুরী, শ্রমিক নেতা আখতার হোসেন প্রমুখ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরী শাখার ওয়ার্ড সভাপতি সমাবেশ গত ১৯ আগস্ট স্থানীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল আমিনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেট বিভাগ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও চারদলীয় জোটের সদস্য সচিব হাফেজ আব্দুল হাই হারুন। সিলেট দক্ষিণ জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মাওলানা লোকমান আহমদ।

বক্তব্য রাখেন নগর শ্রমিক কল্যাণের সহ-সভাপতি জামিল আহমদ রাজু, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সড়ক পরিবহন শাখার কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শ্রমিক নেতা ইসরাইল খান, সিলেট জেলা পরিবহন মালিক শাখার সভাপতি আজিজুল আম্বিয়া, হাজী আব্দুল মতিন, মামুন খান, নজরুল ইসলাম মানিক, শওকত আহমদ, ফরিদ আহমদ, রুকুনুজ্জামান চৌধুরী, মুমিন আনছারী, মুখলিছুর রহমান, শাহ মিজানুর রহমান প্রমুখ।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ও সেক্রেটারী সম্মেলনে -শিল্পমন্ত্রী

শ্রমিক অঙ্গনে ইসলামের দাওয়াতকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করতে হবে

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, আমাদের শক্তির উৎস ইসলামী দাওয়াহ। সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে ইসলামী দাওয়াত ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তিনি শ্রমিক অঙ্গনের কাজকে আরো জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রচলিত শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতো না হয়ে সত্যিকার অর্থে শ্রমজীবী মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। আল ফালাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহ রুহুল কুদ্দুস এমপি, মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি, ফেডারেশনের সেক্রেটারী মোঃ আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

মাওলানা নিজামী তার বক্তব্যে বলেন, শ্রমিক অঙ্গনের কাজ সহজ নয়। বিশেষ করে যারা ইসলামী নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী তাদের প্রচলিত ধাঁচে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করা খুবই কঠিন। তিনি বলেন, বেসরকারি সেক্টরে শ্রমিকদের দাবী পূরণে মালিকদের মধ্যে যেমন অনীহা রয়েছে। তেমনি সরকারি পর্যায়েও লোকসানসহ নানা সমস্যার কারণে সীমাবদ্ধতা আছে। তিনি আরো বলেন, প্রচলিত শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্লোগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই অন্য সব সংগঠনের নেতাকর্মীরা যা করতে পারে, ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহীরা তা পারে না। তিনি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সকলকে আদর্শ দায়ী হিসেবে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

আমীরে জামায়াত বলেন, ইসলামী পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ইসলাম কায়েম হতে পারে না। যারা বোমা মেরে ইসলাম কায়েম করতে চায় তারা ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা করছে। তারা বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও ইসলামের দুশমনদের ক্রীড়নক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম, মনীষী ও মুজাদ্দেদরা কখনো এ পথে যাননি।

হঠাৎ করে যে ধারা সৃষ্টি করা হয়েছে, ইসলামের নাম নিয়ে তা ইসলামের মূলোৎপাটন করার চক্রান্ত ষড়যন্ত্রেরই অংশ। তিনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বোমা মেরে নিরীহ মানুষ হত্যা করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না, তারা নিশ্চিত জাহান্নামী।

মাওলানা নিজামী বলেন, ইসলাম সহজ সরল ও বাস্তবসম্মত জীবন বিধান। তাই ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য ইসলামের ব্যাপারে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। সহজ সরল মুসলমানদের যেন কেউ বিপথগামী ও বিভ্রান্ত করতে না পারে এ জন্য তিনি ইসলামী দাওয়াতকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার আহ্বান জানান।

সরকারি ও বেসরকারি শ্রমিকদের মজুরী পার্থক্যকরণ অমানবিক

- শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সংবাদপত্রে এক যৌথ বিবৃতিতে সরকারি ও বেসরকারি শ্রমিকদের মজুরী পার্থক্যকরণ অমানবিক বলে আখ্যায়িত করে বলেন, জাতীয় মজুরী কমিশন রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য ৪৫ শতাংশ মজুরী বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে এবং ৩৫ শতাংশ হারে ফ্রিঞ্জ বেনিফিট এবং ৪০ শতাংশ হারে ঘর ভাড়া বৃদ্ধিসহ উক্ত কমিশন খসড়া সুপারিশ নভেম্বরের মধ্যে সরকারের কাছে পেশ করবে বলে জানা যায়। নেতৃবৃন্দ সকল সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরী বাড়ানোর জন্য দাবী জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, একদেশে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প কারখানার শ্রমিক এবং বেসরকারি শিল্প কারখানার শ্রমিকদের বিরাট ব্যবধানে মজুরী নির্ধারণ অনৈতিক, অবিবেচক, বেআইনী ও অমানবিক হিসাবে বিবেচিত হয়। এটা কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। তারা বলেন, আমাদের দেশের শ্রম আইনে বেসরকারি শ্রমিকদের জন্য জাতীয় মজুরী বোর্ড থাকলেও এর কোন কার্যকারিতা নাই বললেই চলে। নেতৃদ্বয় বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের দীর্ঘদিনের দাবী বেসরকারি শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন গঠন করে বর্তমান বাজার দর এবং সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের বেতনের সাথে সংগতি রেখে মজুরী নির্ধারণের আহ্বান জানান। তারা পাট ও বস্ত্রখাতে বেতনের সামঞ্জস্য রক্ষা করার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, ফেডারেশনের এই দাবী এদেশের লাখ লাখ শ্রমিকের প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়েছে। এ দাবীকে উপেক্ষা করলে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একদিন জনতার জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

শ্রমিক কল্যাণের বরিশাল বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পৃথিবীর সব পরিবর্তনে শ্রমিকরা গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখেছে। এ দেশে ইসলামী সমাজ বিপ্লবেও শ্রমিকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল মহানগরীর বার্ষিক কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহানগর জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী বজলুর রহমান বাচ্চু উপরোক্ত কথা বলেন। হেমায়েত উদ্দিন রোডে ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মাওলানা মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)*

ড. এইচ আনোয়ার আব্বাসের সাথে মতবিনিময়ে মকবুল আহমদ ও মুজিবুর রহমান

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকায় দুনিয়ার মুসলমানরা লাঞ্ছিত হচ্ছে

মজলিস ওলামা ইন্দোনেশিয়ার সেক্রেটারী এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার এর সহ সভাপতি ড. এইচ আনোয়ার আব্বাসের সাথে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মকবুল আহমদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আবু তাহের, ফেডারেশনের সহ-সভাপতি কবির আহমদ মজুমদার, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী এ.এইচ.এম হামিদুর রহমান আজাদ, মহানগরী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মোঃ ইকবাল হোসেন, ঢাকা দক্ষিণের সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মির্জা মিজানুর রহমান, বায়তুলমাল সম্পাদক আবুল হাসেম, দফতর সম্পাদক মোঃ আবদুল লতিফ, চাঁপাইনবাগঞ্জ পৌর চেয়ারম্যান অধ্যাপক আতাউর রহমান প্রমুখ।

জনাব মকবুল আহমদ বলেন, আজকের সারা দুনিয়ার মুসলমানদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা চলছে। মুসলিম দেশগুলোতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকায় মুসলমানরা নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, মুসলমানদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শের প্রতি ফিরে না আসলে তাদের দুর্গতি আরো বাড়বে।

চট্টগ্রাম বন্দর ইসলামী শ্রমিক সংঘের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

চট্টগ্রাম বন্দর ইসলামী শ্রমিক সংঘের পরিবহন বিভাগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন চট্টগ্রাম বন্দর রিপাবলিক ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি ও নগর জামায়াতের নায়েবে আমীর অধ্যাপক আহছান উল্লাহ ভূঁইয়া।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আহছান উল্লাহ ভূইয়া বলেন, দেশ যখন উন্নয়ন অগ্রগতি এবং অর্থনীতির ভীত মজবুত করে সুশৃঙ্খল অবস্থার দিকে যাচ্ছে তখন একটি মহল বিদেশী শক্তির সহযোগিতায় বোমা হামলা চালাচ্ছে। তিনি চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বমানের বন্দরে পরিণত করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রবীণ শ্রমিক নেতা আসম বদরুদ্দোজার সভাপতিত্বে সম্মেলনে মোস্তাফিজুর রহমানকে সভাপতি, মাহমুদ হোসেন চৌধুরীকে কার্যকরী সভাপতি ও আব্দুল মতিনকে সেক্রেটারী করে ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট ২০০৬-২০০৭ সেশনের পরিবহন বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়।

খুলনা শ্রমিক কল্যাণের আলোচনা সভা

দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দূর করে পাটের গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে

শ্রমিক নেতৃবৃন্দের করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাট শিল্পকে বাঁচাতে সকলকে কাজ করতে হবে। পাট শিল্পে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করে পাটের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। বিশ্বব্যাপী পাটের বহুমুখী ব্যবহারের যে জোয়ার শুরু হয়েছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য যে কোন মূল্যেই হোক দল মতের উর্দ্ধে থেকে আমাদেরকে মিল চালু এবং একে রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা বিভাগীয় ও নগর শাখা আয়োজিত আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। নগরীর খালিশপুরস্থ গোয়ালপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নগর সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি খুলনা মহানগরী আমীর অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি। বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির মহাসচিব শেখ আশরাফ উজ্জামান, জামায়াতের নগর নায়েবে আমীর অধ্যাপক আব্দুল মতিন, ওয়ার্কাস পার্টির জেলা সম্পাদক হাফিজুর রহমান ভূঁইয়া, শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা সৈয়দ শামসুল আলম, নিজামুর রহমান লালু, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বিভাগীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আবদুল ওয়াদুদ, ক্রিসেন্ট জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ছিদ্দিকুর রহমান, প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিল্‌স ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতি নূরুল হক সাধারণ সম্পাদক সরদার মোতাহার উদ্দীন, স্টার জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুস সাত্তার মোল্লা। জে জে আই জুট মিল্‌স ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ, আলীম জুট মিল্‌স ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি কাওছার আলী জমাদ্দার, ইস্টার্ন জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জালাল উদ্দীন, কার্পেটিং জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, পিপ্‌লস জুট মিল্‌স ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন, শ্রমিক নেতা খান গোলাম রসূল, আল ফিদা হোসেন, আজগার হোসাইন, সাংবাদিক এটিএম রফিক ও একেএম বাহারুদ্দীন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি বলেন, মিল বাঁচলে শ্রমিক বাঁচবে আর আপনারা নেতৃত্ব দিতে পারবেন। সে জন্য মিল টিকিয়ে রাখতে যদি নিজেদের নেতৃত্বের ফাঁকে কাজে যোগদান করতে হয় তাও করতে হবে। কেননা একজন শ্রমিক নেতা যখনই কাজে যোগদান করবেন তখন সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে কাজে ফাঁকি দেয়ার কোন প্রবণতা থাকবে না। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমাদের সকলকেই পাটকল রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, পাটকল নিয়ে ভ্রান্ত নীতি আর দুর্নীতিবাজদের হাত থেকে একে রক্ষায় শ্রমিক নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে। এ জন্য শ্রমিক নেতাদের দিতে হবে সততা, দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয়। শ্রমিক নেতারাই যে দুর্নীতিবাজ এ কথা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে এসে সাধারণ শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে আস্থা অর্জন করতে হবে। নেতৃবৃন্দ পাট কলগুলো বন্ধের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে পাট শিল্পের উন্নয়নে যে ধরনের শিল্প সহায়ক পরিবেশ ও পরিকল্পনা দরকার তা নেই। নেতৃবৃন্দ বলেন, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা শ্রমঘন এই শিল্পের সম্ভাবনাকে এক অর্থে গলা টিপে হত্যা করেছে।

সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ শ্রমজীবী মানুষকে কিছুই দিতে পারেনি

- অধ্যাপক মুজিব

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা ফেডারেশনের মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি। সভা পরিচালনা ও রিপোর্ট পেশ করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সহ-সভাপতি কবির আহমদ মজুমদার, ঢাকা মহানগরীর সভাপতি মোহাম্মদ ইকবাল ও সেক্রেটারী মির্জা মিজানুর রহমান, রাজশাহী দক্ষিণের সভাপতি এডভোকেট আবু মুহাম্মদ সেলিম, রাজশাহী মহানগরীর সভাপতি অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, ঢাকা দক্ষিণ সভাপতি মুহাম্মদ উল্যাহ, সিলেট বিভাগীয় সভাপতি হাফিজ আব্দুল হাই হারুন, রাজশাহী উত্তর সেক্রেটারী আজহার আলী, বরিশাল বিভাগ সভাপতি হারুনুর রশিদ, ফরিদপুর জোন সভাপতি অধ্যাপক আব্দুত তাওয়াব, চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তর সভাপতি আমিনুল হক, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি মশিউর রহমান, বরিশাল মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান, খুলনা বিভাগীয় সেক্রেটারী মহিববুর রসূল, সিলেট বিভাগীয় সহ-সভাপতি জামিল আহমদ রাজু, গোপালগঞ্জ জেলা সভাপতি মাওলানা এ.কে.এম এমদাদুল হক, কেন্দ্রীয় পরিবহন বিভাগ সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক আবুল হাসেম এবং দফতর সম্পাদক মোঃ আব্দুল লতিফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভার এক প্রস্তাবে সরকারী ও বেসরকারী শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন ঘোষণা ও বাস্তবায়নের জোর দাবী জানানো হয় এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি যেন সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি না করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়। অন্য এক প্রস্তাবে টিএন্ডটি বোর্ডের ৩ হাজার মাস্টার রুল শ্রমিকের চাকরি স্থায়ীকরণ, খুলনা নিউজপ্রিন্ট চালু, সারা দেশে সকল বন্ধকৃত মিল, কলকারখানা চালু, গার্মেন্টস ও পরিবহন শ্রমিকদের চাকরির নিয়োগপত্র ও নিশ্চয়তা প্রদান এবং রেলওয়েকে বেসরকারীকরণের উদ্যোগ বন্ধ করা সহ সভায় কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বরিশাল বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

৫ এর পাতার পর

সমাবেশে জনাব বজলুর রহমান আরো বলেন, ইসলামের শ্রমনীতি সর্বকালের সব শ্রমিকের সমস্যা সমাধান করতে পারে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম খসরু, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বরিশাল বিভাগীয় সেক্রেটারী আশরাফুল সিরাজ প্রমুখ। সমাবেশে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল মহানগরী ২০০৬ সালের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। মাওলানা মতিউর রহমানকে সভাপতি, শাহজাহান সিরাজ সেক্রেটারী, আবদুর রহীম সহকারী সেক্রেটারী, মাহমুদ হাসান কামাল সাংগঠনিক সম্পাদক, হাফেজ মাওলানা জাকির হোসেনকে তরবিয়াত সম্পাদক করে ১২ সদস্য বিশিষ্ট মহানগর কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকাস্থ আল-ফালাহ মিলনায়তনে সারাদেশ থেকে আগত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমদ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন।

আদর্শ নেতৃত্ব ছাড়া সমাজে ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব নয়

- নায়েবে আমীর মকবুল আহমদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকাস্থ আল-ফালাহ মিলনায়তনে সারাদেশ থেকে আগত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আদর্শিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমাজে ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব নয়।

সম্মেলনে ফেডারেশনের অনুমোদিত ইউনিয়নসমূহের সভাপতি, সেক্রেটারী এবং সেক্টর ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দীয় সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মকবুল আহমদ আরও বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মনোভাব নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, ইসলামী আন্দোলনের জিম্মাদারীর আলোকে সকল নেতা ও কর্মীদেরকে এ ময়দানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পাশাপাশি ঈমানদারী ও সততার মাপকাঠিতে নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। অন্যান্যের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত নায়েবে আমীর অধ্যাপক এ, কে, এম নাজির আহমদ, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সহ-সভাপতি জনাব কবির আহমদ মজুমদার, শ্রম উপ-পরিচালক জনাব মুহাম্মদ আবদুল খালেক, ঢাকা মহানগরী সভাপতি জনাব মুহাম্মদ ইকবাল এবং খুলনা মহানগরীর সভাপতি জনাব মাস্টার শফিকুল আলম বক্তব্য রাখেন।

স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)

শ্রমিকদেরকে দুর্নীতিমুক্ত ও ঈমানের বলে বলিয়ান হতে হবে

- অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, শুধু ঐক্যবদ্ধ হলেই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা হবে না। শ্রমিকদের দুর্নীতিমুক্ত এবং ঈমানের বলে বলীয়ান হতে হবে। তিনি বিরোধীদলের অযৌক্তিক হরতাল এবং জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে বলেন, তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংস্কারের নামে দেশে আবার হত্যা ও অরাজকতার রাজ্য কায়েম করতে চায়। এভাবে তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তিনি যশোর বিডি হলে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যশোর জেলা শাখা আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

জেলা সভাপতি ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর মাওলানা আজীজুর রহমান, ফেডারেশনের খুলনা মহানগরী সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম, খুলনা জেলা উত্তর সভাপতি মাওলানা তাজুল ইসলাম প্রমুখ। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান আরও বলেন, সম্মেলনে আরও বক্তৃতা করেন ফেডারেশনের খুলনা জেলা উত্তর শাখার সেক্রেটারী ঈমান আলী, যশোর জেলা উপদেষ্টা মাস্টার নুরুন্নবী, বেলাল হোসাইন, প্রভাষক আব্দুল আহাদ, মাওলানা আব্দুল মালেক খান, প্রভাষক নজরুল ইসলাম হান্নান প্রমুখ।

সম্মেলনে রাসূল (সাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশকারীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান ও ডেনমার্ক সরকারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া, অবিলম্বে মজুরি কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা, বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়াসহ ৯ দফা প্রস্তাব গৃহীত এবং ইদ্রিস আলীকে সভাপতি ও নজরুল ইসলাম হান্নানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

ইসলামই হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায়

– অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ফেডারেশনের মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর সভাপতি জনাব মোঃ ইকবাল।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সহ-সভাপতি জনাব কবির আহমদ মজুমদার, মহানগরীর সেক্রেটারী মির্জা মিজানুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারী সাইদুর রহমান মোল্লা, দফতর সম্পাদক জনাব আব্দুল লতিফ, জোন সভাপতি জনাব মোস্তফা হোসেন সরকার, শেখ মহসিন আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সম্মেলনে মাওলানা নিজামী

জঙ্গীবাদকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের অশুভ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে

জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, অতীতে সকল জাতীয় দুর্যোগ ও সংকটকালে এদেশের জনগণ স্বার্থক ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে ছাত্র ও শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, আজকে জঙ্গীবাদকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের অশুভ প্রচেষ্টা চলছে এবং একে কেন্দ্র করে দেশে একটি সংকটকাল সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। অশুভ শক্তি যাতে সফল হতে না পারে এজন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষকে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী আমীর রফিকুল ইসলাম খান ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি এডভোকেট শেখ আনসার আলী। বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি, জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক জাফরুল হাসান, ইসলামী ঐক্যজোটের শ্রমিক আন্দোলনের সভাপতি নূর হোসাইন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, সহসভাপতি এম এ তাহের, আবুল কালাম আজাদ, শ্রমিক নেতা অধ্যাপক আতাউর রহমান, আবু তাহের খান, মইনউদ্দিন প্রমুখ। সম্মেলনে ৮ দফা প্রস্তাব পাস করা হয়। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শেষে পল্টন ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়ে দৈনিক বাংলার মোড় হয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেইটে গিয়ে শেষ হয়।

মাওলানা নিজামী বলেন, জোট না ভাংলে আগামী দিনে তাদের আশা-ভরসা নেই। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এ বাংলাদেশ। শুধু জামায়াত কিংবা একটি দু'টি দলের ক্ষতি হয় তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু যারা এই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তারা বলছে, এ দেশের অবস্থা নাকি আফগানিস্তান কিংবা ইরাকের চেয়েও খারাপ। এ দু'দেশে বহি:শক্তির সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছে। একথা বলার মধ্য দিয়ে তারা কি ইংগিত করে? তিনি উল্লেখ করেন, তাদের আয়োজিত একটি সেমিনারে দেশের একটি বড় দলের কূটনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক জানান, প্রয়োজনে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ নিতেও তাদের আপত্তি নেই। তিনি বলেন, নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যারা হতাশায় ভুগছেন, তারা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার জন্য এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের পিছনে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। যদি এটা হয় তাহলে শুধু জামায়াতে ইসলামী কিংবা বিএনপি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। গোটা জাতি এমনকি যারা কামনা করছেন তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

মাওলানা নিজামী বলেন, এটা একটি জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান যদি কেউ আন্তরিকভাবে চায় তাহলে সরকারকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সকল দলের ও মতের লোকদের নিয়ে সংলাপের আহ্বান জানিয়েছেন, কোন বাছ-বিচার না করেই তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাহলে তারা চানটা কী? তিনি বলেন, যারা এভাবে বোমাবাজি করছে তাদের এই পৈশাচিক ও অমানবিক কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তারা পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত ও বিপথগামী। তারা ইসলামের দুশমনদের ক্রীড়নক। তিনি উল্লেখ করেন, এ দেশে সকল পরিচিত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্ব এক বাক্যে একথাই বলবে। তিনি বলেন, জামায়াতসহ ইসলামী সংগঠনগুলোর উপরে দায়-দায়িত্ব চাপানোর প্রবণতা, অসুস্থ রাজনীতি মোকাবিলার জন্য আরো অটুট অক্ষুণ্ন জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

তিনি আরো বলেন, বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে জান্নাতে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এটা জাহান্নামের পথ। তিনি উল্লেখ করেন ইসলামী আন্দোলনের সাথে যারা তাদের কর্মকাণ্ড তুলনা করেন তারা হয় জ্ঞান পাপী না হয় গণ্ডমূর্খ।

আমীরে জামায়াত বলেন, অতীতে সকল জাতীয় দুর্যোগে, সংকটকালে এ দেশের জনগণ স্বার্থক ভূমিকা পালন করেছে। আর জনগণের অংশ হিসেবে ছাত্র ও শ্রমিকদের ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, আজকে জঙ্গিবাদকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের যে অশুভ প্রচেষ্টা চলছে এটাকে কেন্দ্র করে আবার দেশ ও জাতির সামনে একটি সংকটকাল কেউ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। এ সংকট সৃষ্টিতে যাতে কোন অশুভ শক্তি সফল হতে না পারে এজন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

সম্মেলনে গৃহীত ৮ দফা প্রস্তাবে মজুরি কমিশন ঘোষণা ও বাস্তবায়ন, জুট প্রেস এবং বেলিং ও গার্মেন্টিস শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ ও নিয়োগপত্র প্রদান করে স্থায়ী মজুরি কমিশনের আওতাভুক্ত করা,রেলওয়ে, বিদ্যুৎ, টিএন্ডটি, নৌযান, পরিবহন সেক্টরসহ সকল পেশাজীবীদের ন্যায্য দাবী মানার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া সরকারী উদ্যোগে জেলা শহর ও জনবহুল এলাকায় ট্রাক, বেবী ও রিকশা স্ট্যান্ড তৈরী করার দাবী জানানো হয়। সম্মেলনের প্রস্তাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়। সম্মেলনের প্রস্তাবে ইসলামের বদনাম করার জন্য যারা ইসলামের নাম ব্যবহার করে দেশব্যাপী বোমা হামলা চালাচ্ছে তাদের কাজের তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে দশ সহস্রাদিক শ্রমিকের সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের মিছিলের একাংশ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ৪৩৫ মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭। ফোনঃ ৮৩৫৮১৭৭

ডিজাইন ও মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ফোন ঃ ৯৩৫৮৪৩২, ৯৩৪৫৭৪১